

কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(৭)

কোথায় যেনো সকালের কুঁয়াশাটা পালিয়ে যেতো রোদ বাড়ার সাথে সাথে। এক মিষ্টি রোদের নরম স্পর্শ আমাদের গ্রামের দক্ষিনের মাঠে এসে পড়তো। আর আমরা পায়ে নরম নাগরা জুতার তলায় মুঠোখানি কাদা মাখিয়ে হেঁটে আসতাম পাশের গ্রামের অন্ধ স্যারের কাছ থেকে সকালের পড়া পড়ে। খুব ভোরে যখন বাড়ি থেকে বের হতাম ঘুম মাথা চোখে, তখন সবে মাত্র পূবের আকাশ লাল হয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে পুকুর পারের ওপাশটায়। হেমন্তের শেষে শীতের মাঝামাঝি। দক্ষিনের মাঠের মাইলখানিক প্রস্থের অধিকাংশই খেসারী আর মটর খেত। রাত-ভর শীতের শিশির পড়েছে খেসারীর নরম ডগায়। আমরা বলতাম “উষ”। এমনি কন কনে শীত। তার উপর উষের জল। পা বাঁচানোর জন্য পড়তাম মোজা আর নাগরা জুতা। তুল তুলে প্লাস্টিকের জুতা, ময়লা লাগলে সহজেই ধুঁয়ে নেয়া যাবে। কাদা-মাটি আর শিশিরের জলে একাকার। জুতার গোড়ালি ছিটিয়ে কাদা লেগে যেতো মাথার পেছন অবধি। গায়ের চাদর আর গলার মাফলার টেনে বাঁচাতাম ছিটানো কাদা থেকে।

বেশ বড় হয়েও আমরা পরতাম হাফ প্যান্ট। আর আমার মুসলমান বন্ধুরা লুঙ্গি ধরেছে সেই পাঁচ-ছ’ বছর বয়স থেকেই। মনে পড়ে আমার বন্ধু মিরু-মীরজাহান-কে। যখন মুসলমানি করানো হোলো সেই থেকেই ওর লুঙ্গি পরা। কয়েক দিন ইস্কুলে যায় না মিরু। মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, “মা বললো ওর মুসলমানি করানো হয়েছে।” বেশ আশ্চর্যই লেগেছিলো তখন। তা হলে কী মিরু-রা এতোদিন মুসলমান ছিলো না? অথচ ওর বাবা ইয়া লম্বা দাঁড়িওয়ালা মুসলমান। মানুষ তা হলে কী মুসলমান হয়ে জন্মায় না? বড় হলে তবেই মুসলমান হয়? মুসলমান হয়ে মিরু কি রকম দেখতে হবে- সেই প্রতীক্ষার প্রহর আর কাটে না। মনে মনে মিরুকে কল্পনা করি। লম্বা দাঁড়ি-ধব ধবে পাঞ্জাবির নীচে হাঁটু উঠানো পায়জামা। ঠিক আমাদের মৌলবী স্যারের মতো। ঘরে টানানো রবীন্দ্র নাথের সাথে মিরুকে মিলাই। আহা-রে বেচারি মিরু। এই অল্প দিনেই সাবালক হয়ে উঠবে? মিরু কি আমাদের সাথে মিশবে আর। আশ্বস্ত হতাম বাবার কথা ভেবে। বাবার তো অধিকাংশ বন্ধুই মুসলমান। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদেরও প্রায় সবাই। তাই আমাদের বন্ধু মিরু মুসলমান হয়েও আমাদেরই থাকবে। আর যেমন সবাই আছে।

প্রায় সপ্তাহ দু’য়েক পর মিরুর দেখা মিললো। না মিরুর তেমন কোন পরিবর্তন নেই। একটু বদলায়নি আমাদের বন্ধু মীর জাহান ওরফে মিরু। শুধু হাফ প্যান্টের বদলে লুঙ্গি। আর সবসময় লুঙ্গিটা সামনে উচু করে ধরে রাখে এই যা। কি ব্যাপার? মিরু কে জিজ্ঞেস করি। মিরু বলে ওর মুসলমানির কথা। আর মুসলমানি যে গোপন জায়গার সামনের অংশের চামড়া কেটে ফেলা মিরু সব খুলে বলে। আর এখনও সেই কাটা জায়গার ঘা না শুকানোর জন্যেই লুঙ্গিটা সব সময় উচু করে ধরে রাখতে হয়। এটা হুজুরের নিয়ম! হাফ ছেড়ে বাঁচলাম মিরুকে আবার আগের মতো ফিরে পেয়ে।

আমার হিন্দু বন্ধুদের হাই স্কুলের উচু ক্লাশ অবধি পরতে দেখেছি হাফ প্যান্ট । ইস্কুলের শেষ ক্লাশেও অনেককে দেখেছি হাফ প্যান্ট পরে কী রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় পরতে । হাফ প্যান্ট হিন্দু র বনেদিয়ানা বজায় রাখলেও , উঠতি যৌবনকে আড়াল করে রাখবে কিভাবে ? কোন কোন বন্ধুরা তাই মিরুর লুঙ্গি উচু করে ধরে রাখার মতোই দু’হাত দিয়ে কিংবা হাতে ধরা বই খাতা দিয়ে আড়াল করে রাখতো পুরুষাঙ্গের উত্থানকে । তখনও প্যান্টের ভেতরে জাজিয়া পরার চল হয় নি আমাদের গ্রামের মতো কোন মফস্বলে । আর আমরা যখন ইস্কুল শেষ করলাম সে বছর থেকেই চালু হলো বাধ্যতামূলক ইস্কুল ড্রেস পরার । তাই হাফ প্যান্ট, ফুল প্যান্ট , লুঙ্গি , আর পায়জামার উপর চাপানো শাট ‘এ’ সবই ছিলো আমাদের ইস্কুলের ড্রেস ।

লুঙ্গি পরার আবার বেশ সুবিধা । বিশেষত গ্রামে যখন পায়ে হেঁটে চলাচল করতে হতো । ছোট খাল কিংবা খাড়িতে জল বেশী নেই , আবার এতটুকুও কম নয় যে কাপড় বাঁচিয়ে চলাচল করা যাবে । তখন দেখতাম অনেককেই লুঙ্গির সদ্যবহার করতে । আস্তে আস্তে জল বাড়ে তো লুঙ্গি উঁচু হয় । এভাবে অনায়াসে বুক জল পাড় হওয়া যেতো লুঙ্গি পরেই । কিন্তু সমস্যা হতো কেউ-ই আগে পাড় হোতে চায় না । আমরা তো বন্ধুরা বলতাম সবাই চোখ বন্ধ করতে হবে । অথবা আকাশ কিংবা দিগন্তে তাকিয়ে থাকতে হবে দিগম্বর কাউকে না দেখার জন্য ।

আজ প্রবাসে দেখি অনেকেই চরম বিব্রত বোধ করেন লুঙ্গি পরতে । হিন্দুদের কেউ কেউ আবার লুঙ্গি পরাকে ইসলামিয়ানা মনে করে দূরে সরিয়ে রাখেন । অথচ আমাদের খুব কম বন্ধুকেই দেখেছি যারা লুঙ্গি পরে নি হল -হোস্টেলে । বুয়েটে পড়াকালীন আমাদের পাশের হিন্দু হলের এক জনকে শুধু মাত্র দেখেছি ধূতি পরে ক্লাশে যেতে । আমরা দূর থেকে বলতাম “হিন্দু শিবির ” । জানি না , কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল সেই সিনিয়র বন্ধুটি । কিন্তু পোশাকের জন্যই তাকে মৌলবাদি গোষ্ঠীর মনে করতাম তখন । পোশাক যেমন রুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তেমনি ভেতরের চিন্তা -চেতনাকেও বাইরে প্রকাশ করে বৈ কি ? বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রুচি আর অনুষ্ঠানের মান সম্মত পোশাক পরা এক ধরনের সংস্কৃতিও বটে । তাছাড়া অনেকে স্মৃতি ঝুঁড়ে অতীতের আনন্দ-বেদনাকে সামনে টেনে আনতেও বিশেষ দিনের পোশাক পরেন । তাই তো আমার এক বন্ধু দম্পতির এখনো বিবাহ -বাধিকীর্তিতে ধূতি-পাঞ্জাবি আর বিয়ের লাল শাড়িই পছন্দ । জানিনা, নিজেদের জন্ম দিনে কোন পোশাক পরেন তারা? জন্ম দিনের পোশাক যে নয় সেটা তো হলফ করেই বলা যায় !

(চলবে)

॥ ডিসেম্বর ০৭ , ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ॥

sarkerbk@yahoo.com